| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা আষাঢ় ১৪২২
১৭ই জুন ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

মনোরম গঙ্গার ধারের পরিবেশ কেন কলুষিত হবে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের গঙ্গার ধারকে আকর্ষণীয় ও মনোরম করতে জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিত মুখার্জী পদক্ষেপ নেন। এম.পি. ল্যাডের টাকায় ওখানে স্নানের ঘাট ও বায়ুসেবীদের বসার জায়গা তৈরী হয়। এর আগে জঙ্গিপুর পুরসভা থেকে ভাগীরথী নদীর তীরকে দৃষ্টিনন্দন করতে নদীর ধার বরাবর চলাচলের রাস্তা পর্যাপ্ত আলো, নির্দিষ্ট সময়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে খবর, ঐ সুন্দর পরিবেশকে কলুষিত করতে স্কুল-কলেজের উৎশৃঙ্খল কিছু পড়ুয়া বন্ধুবান্ধব নিয়ে কোল ড্রিংসের বোতলে মদ ভর্তি করে, সিগারেটে গাঁজা পুড়ে সেবন করছে। ডেনরাইটের ঘ্রাণ নিচ্ছে। খিস্তিখেউর দিচ্ছে সাবলীলভাবে। অন্যদিকে মোটরসাইকেল নিয়ে গঙ্গার তীরে দাপাদাপি শুধু নয়, ভ্রমণরতা যুবতীদের সঙ্গে

(শেষ পাতায়)

মণিগ্রাম হাই স্কুলের কেচ্ছা আবার প্রকাশ্যে উঠে এলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মণিগ্রাম হাই স্কুলের টিচার-ইন-চার্জের এলোপাথারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হোলেন স্থানীয় বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী তৃণমূলের সুব্রত সাহা। সম্প্রতি সুব্রতবাবু বেশ কিছু অভিভাবককে নিয়ে স্কুলে যান। একের পর এক অভিযোগের উত্তর না পেয়ে ক্ষুব্ধ বিধায়ক নাকি স্পষ্ট জানান--'আমি আবার আসব। শিক্ষা দপ্তর এর কি ব্যবস্থা নিচ্ছে খোঁজ নেব, প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা তাঁকে জানাবো।' অন্যদিকে জঙ্গিপুরের এ.আই.অফ স্কুলস্ পঙ্কজ পাল ঐ স্কুলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেন। টি.আই.সির ওপর চাপ সৃষ্টি করে স্কুলে নির্বাচন ঘোষণার পক্ষে বেতন পর্যন্ত নাকি বন্ধ রেখেছিলেন। টি.আই.সি ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বহু টাকা নয়ছয়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। স্কুলে দীর্ঘ সময় ধরে প্রধান শিক্ষক নাই, করণিক নাই, কমিটি নাই। এই অব্যবস্থার কথা শিক্ষা দপ্তরকে বার বার জানিয়েও কোন প্রতিকার হয়নি। তাই আজ বাধ্য হয়ে গ্রামের যুবকরা দলবদ্ধ হয়ে পথে নেমেছেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণ মণ্ডল ও অতুল সাহা জানান--'এই স্কুলের ব্যাপারে ডি.আই রহস্যজনকভাবে নির্বিকার। তাই আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের ডাকাতি বন্ধ করব।

১০ লাখে আই.সি.বদলি ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে জোর আলোচনা শোনা যাচ্ছে, বর্তমান আই.সি. রেজাউল করিমকে গরু পাচারকারীরাই নাকি ১০ লাখ টাকা উপঢৌকন দিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানা থেকে বদলি করে দিল। তবে বর্তমানে সীমান্তে গরু পাচার অনেকটাই কমে গেছিল। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের পাচারও কম ছিল। অতনু ঘোষাল এই থানার দায়িত্বে আসছেন বলে খবর। যা রটনা তা ঘটনা কিনা সেটা কয়েক দিনেই জানা যাবে। শাসকদলের কিছু বিতর্কিত নেতারও নাম শোনা যাচ্ছে বদলির পেছনে। আজ যে জনপ্রতিনিধি পাচারের বিরুদ্ধে বিধানসভায় গলা ফাটাচ্ছেন, তিনিই কয়েক বছর আগে পাচারকারীদের সহযোগিতায় রঘুনাথগঞ্জ থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আই.সিকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে বহরমপুর পুলিশ লাইনে বদলি করেছিলেন। এ ঘটনা এলাকার প্রায় সকলেরই জানা।

বিরোধী বলতে একাই বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভায় এবার যে টীম দেখা যাচ্ছে তাতে ঐ লালগড়ে সত্যিকারের বিরোধী বলতে রইলো একমাত্র বিজেপির পুরুষোত্তম হালদার। শপথ অনুষ্ঠানের দিন এস.ইউ.সির অনুরাধা ব্যানার্জীকে সম্বর্ধনা দিলেন সিপিএম কাউন্সিলারদের সঙ্গে পুরকর্মীরা। অন্যদিকে সম্বর্ধনা না দিলেও ফোনে শুভেচ্ছা বিনিময় চলে কংগ্রেস কাউন্সিলারদের সঙ্গে বাম নেতাদের। ব্রাত্য কেবল বিজেপি। তাই অনেকেই ভাবছেন--ভবিষ্যতে পুরুষোত্তমও কি এদের সঙ্গে সমঝোতা করে নেবেন, নাকি ভোটের প্রতিশ্রুতি মতো লড়ে যাবেন এবং লালগড়ের ভেতরের কাণ্ডকারখানা পুরবাসীদের সামনে আনবেন--এটাই প্রশ্ন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা আষাঢ়, বুধবার, ১৪২২

বিদ্রোহী কবি স্মরণে

বাংলার প্রাণের কবি, চির তারুণ্যের উদ্‌গাতা, সামাজিক অন্যায় অবিচার কুসংস্কারে বিদ্রোহী যোদ্ধা, কোমল প্রেমের পসারী ও সাধকোত্তম ভক্তহৃদয়ের কবি কাজী নজরুল ইসলামের গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মদিন পালিত হইল। কঠোরে-কোমলে নানা বৈপরীত্যের এই 'বিস্ময়' কে আমরা প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি।

কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, পরাধীন ভারতবর্ষের গ্রামবাংলার একটি অতি সাধারণ ঘরের সন্তান, যাঁহাকে দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করিতে রুটির দোকানে ময়দা ঠাসিবার কাজ লইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়, যিনি অভাবের তাড়নায় একাধিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, যিনি দশম শ্রেণীতে পাঠকালে যুদ্ধে যোগদান করেন, সেই নজরুল উত্তরকালে বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে ধূমকেতুর মত কবি হিসাবে আবির্ভূত হইলেন। রবীন্দ্র প্রতিভার প্রাখর্যের মধ্যে নজরুলের কবি প্রতিভা স্তিমিত হয় নাই। 'বলবীর/ চির উন্নত মম শির'--আত্মমর্যাদাবোধের এই যে কবির উদাত্ত আহ্বান, তাহা তখনকার দিনের যুবসমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নৈরাশ্যপূর্ণ যুবমন যেন এক প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস লাভ করিল কবির বাণীতে--'তোমাতে জাগেন যে মহামানব, তাঁহার জায়গা তোলো'। .... 'তুমি অমৃতের পুত্র অজেয়, নিজে ভগবান কহে'.... তুমি হতে পার কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামানুজ, শঙ্কর/প্রতাপাদিত্য, শিবাজী, সিরাজ, রাণাপ্রতাপ, আকবর।' তাঁহার লেখনী অবিশ্রান্তভাবে সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। আবার তাহা চির তারুণ্যের জয়গানে মুখর হইয়া উঠিল। অপরপক্ষে প্রেমের কোমলতা ও রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ তাঁহার কবিমন অজস্র গানের মধ্য দিয়া বাংলা সাহিত্যের সঙ্গীত ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্যাকাশে প্রখর দীপ্তি ছড়াইতেছিল, তখন দুখু মিয়া (কবি নজরুলের ডাক নাম) আপন কাব্যিক বৈশিষ্ট্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী তাঁহার লেখায় যেমন প্রকাশিত, তেমনই হিন্দুধর্মের মধ্যেও তাঁহার বিচরণ এক বিস্ময়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা/রাধা রাধা বল,' 'ওরে নীল যমুনার জল,/বল না আমায় বল',/ কোথায় ঘনশ্যাম' প্রভৃতি সঙ্গীত পরম বৈষ্ণব সাধকের পদ। আবার বল রে জবা বল,/কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল।' মহাকালের কোলে বসে/গৌরী হল মহাকালী' প্রভৃতি বিশিষ্ট শক্তি সাধকের সাধনগীতি নরনারীর হৃদয়ের যে প্রেমাবেগ, নজরুলের গানে তাহার অজস্র পকাশ তাঁহার ঠুংরি ও গজল ঠাঁটের প্রেমবিষয়ক রাগাশ্রয়ী গানগুলি বিস্মৃত হইবার নয়। এই কারণে 'নজরুল গীতি' বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ। কবি নজরুল 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)-কে অগ্রজতুল্য বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং 'দাদা' সম্বোধন করিতেন।

একসময় অন্নদাশঙ্কর রায় লিখিয়াছিলেন--বাংলা ভাগ হইলেও ভাগ হয়নিকো নজরুল। নজরুল আজিও উভয়বঙ্গের, উভয় সম্প্রদায়ের একান্ত আপনজন, প্রাণের মানুষ। সম্প্রীতির যোগসূত্র। তিনি ছিলেন ভাগাভাগির অনেক উর্দ্ধে। চুরুলিয়া তাঁহার জন্মভূমি, বাংলার সকল মানুষের তীর্থক্ষেত্র। পাশা খেলা তাঁর মনকে করে তুললো বিক্ষুব্ধ। কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শোনা গেল জ্বালার অভিব্যক্তি 'বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না বড় বিষ জ্বালা এই বুকে। /দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, যাহা আসে তাই কই মুখে/রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা/তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।' সেই রক্ত লেখায় ঘোষিত হল বিদ্রোহ, জ্ঞাপিত হলো ফরিয়াদ। লেখনী হয়ে উঠলো শাণিত তরবারি। শোনালেন তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের অগ্নিক্ষরা বাণী : 'যবে উৎপীড়নের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/অত্যাচারীর খগড় কৃপাণ ভীম রণভুমে রণিবে না--/বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত/আমি সেই দিন হব শান্ত।' উৎপীড়িত, শোষিত, উপেক্ষিত মানুষের প্রতি ছিল তাঁর সহানুভূতি, সহমর্মিতা, মমত্ববোধ। মানুষ ছিল তাঁর কাছে সবার উপরে--'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু

(৩ পাতায়)

তিনি সেই নজরুল

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা তুফান
উল্কা একটা
আরেক বুঝি তারার দেশের ফুল
একদিন এই তিনের হঠাৎ
হ'ল কি ভুল ?

সেই নজরুল নেই কে বলে ?
এক্কেবারে ভুল।
বাংলা ভাষায় তিন এক সে
উল্কা, তুফান, ফুল।

--প্রেমেন্দ্র মিত্র

জ্যৈষ্ঠের দীপ্র দাবদাহের মধ্যেই তাঁর জন্ম। সাহিত্যের আকাশে তাঁর উপস্থিতি ধূমকেতুর মতই। স্থায়িত্ব স্বল্প সময়ের কিন্তু আলোড়ন প্রচণ্ড, আলোকের বিস্তার দিগন্ত প্রসারী। যেন দৃষ্টি বিভ্রম বিচ্ছুরিত আক্ষোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আবির্ভাব লগ্নেই কণ্ঠে চড়া সুর, জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। তা নিখাদ নির্ঘোষ। সদ্য যুদ্ধ প্রত্যাগত তিনি। সৈনিকের মন, মানসিকতা, মেজাজ। কিন্তু জীবনচরণে বোহেমিয়ান। তিনি তাই করেন 'যখন চাহে এ মন যা।'

'বিদ্রোহী' কবিতা নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। সে অন্য সুরে অন্য কথা। কথাতো নয় যেন রক্তলেখা। অগ্নিবীণায়, বিষের বাঁশিতে, ফণিমনসায় তার উচ্চারণ, উদ্ভাস, অনুরণন। বীরের মতই এলেন, দেখলেন, জয় করলেন জনচিত্ত। তাঁর 'বিদ্রোহী' পড়ে বুদ্ধদেব বসু বললেন--এমন কখনও পড়িনি। অসহযোগের দীক্ষার পর মনপ্রাণ বা কামনা করছিল এ যেন তাই। দেশব্যাপী উদ্দীপনায় এ-ই যেন বাণী।

দেশ জুড়ে তখন অসহযোগ আন্দোলন। খিলাফৎ আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার। তার অভিঘাত লাগলো সৈনিক কবির হৃদয় উপকূলে। উদ্বেলিত, উচ্ছ্বলিত হলো তাঁর অন্তর। ওদিকে জারের শাসন থেকে রুশ দেশের মুক্তি কবি চিত্তকে করে তুললো উল্লাসিত, উৎসাহিত। কবি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ধরলেন দীপক রাগের সুর--বাঁধলেন অগ্নিবীণায়, বিষের বাঁশিতে। যুদ্ধ থেকে ফিরে মুখোমুখি হলেন তিনি আরেক যুদ্ধের। সে যুদ্ধ পরাধীনতার বিরুদ্ধে, জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। বুকে তাঁর বিষ জ্বালা। উৎপীড়নের ক্রন্দন রোল, বিদেশী শাসনের যন্ত্রণা, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি বঞ্চনা, জাত-জালিয়াতির মিথ্যা

ফুলের জলসায়

শীলভদ্র সান্যাল

দে পুড়িয়ে বস্তা-পচা শাস্ত্রগুলা মোটামোটা—
রাখ দেখি তোর ভণ্ডামিটা, নামাবলী টিকিফোঁটা !
কী হবে তোর অহং খুয়ে, খাবি কি তুই শাস্ত্র ধুয়ে ?
বাগিয়ে ভুঁড়ি তুই যে দেখি বিশালবপু চর্বিমোটা !
ফুল শুঁকে তুই ফুলবাবু যে ! স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রলোক !
কী হবে ওই বিজ্ঞাপনে দেবস্থানে শ্বেতফলক !
গঙ্গাস্নানে মন্ত্রপাঠ তোর যে বৃথা সময় কাটে
জ্ঞানশলাকার খোঁচা খেয়ে খুলবি কবে অন্ধচোখ !
নকল ছেড়ে আসল যেটা, দেয় কি ধরা তোর নয়নে ?
নারা'ন শিলা ফেলে দিয়ে দেখ দরিদ্র-নারায়ণে !
ঘরেতে যাঁর মা-ভবানী, নিলেন ভিক্ষা পাত্র খানি
ছল ভরে ওই যোগীশ্বরে, বল তো দেখি কী কারণে ?
লাভ হয়না কিচ্ছু ওরে মা'র চরণামত পানে
ময়লা-ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা দেখ ভিখারি মায়ের পানে
চিনিস নারে আসল মাকে ! পূজা করিস পাষাণ মাকে।
হাড়হাভাতে মা হাত পাতে, কেউ দেখেনা 'সুসন্তানে'।
দেবতা যদি দেখবি ওরে, আয় ছেড়ে তুই প্রাসাদ-চূড়ো
চালার ঘরে কুলায় পোড়ে যৌবন আর কাঠের গুঁড়ো।
রাজসূয় ওই যজ্ঞ শেষে লক্ষ প্রজা খেল এসে
কিন্তু সবার সেরা বিদুর, কৃষ্ণে দিলেন যে-খুদ-কুঁড়ো।
ভোগ দিয়ে তুই ভক্তিভরে পূজিস পূজিস ঘরে নন্দলালা
আদুল গায়ে পথে ঘুরে বেড়ায় কত চিকণ কালা
আয়কে তবে ঠাকুর ফেলে দেখরে তাদের দু'চোখ মেলে
আপন করে নেবে তাদের সাজিয়ে নিয়ে বরণ-ডালা।
আর কতদিন থাকবি ওরে নিজের সাথে মিথ্যচারে—
গুলবাগিচায় বুলবুলি তুই ! গাইবি রে গান ফুলবাহারে !
অন্ধরাতে দেখরে চেয়ে, আসছে ছুটে পাগলি মেয়ে !
উঠছে হেসে এলোকেশে সাতনরীহার রত্নহারে !
গঙ্গাজলের শুচিবাইয়ে হোসনে নকল সাধুবাবা
তফাৎ কিছু নাইকো ওরে মন্দির আর গীর্জা কাবা।
বাঁধাবুলির তোতাপাখি, ফাঁকি দিয়ে পড়লি ফাঁকি
কী হবে তোর রক্তবসন, এবং চোখের রক্তআভা !

এ-সব উদার বজ্রবাণী ভুলেছি তাঁর হায়রে সবই
পূজার ছলে শুকায় মালা, রয় পড়ে তাঁর করুণ ছবি !
বিস্মরণে আবারিয়া কোথায় গেছেন দুখু মিঞা
হায়রে ফুলের জলসা-ঘরে বসে থাকেন নীরব কবি।।

দাদাঠাকুরের 'বিদূষক' পত্রিকায় ছাপা হতো বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ও শ্লেষ

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দাদাঠাকুর নামে বাংলা কাব্য ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিখ্যাত পুরুষ তিনি ছিলেন এক মহান আদর্শবাদী কবি ও সাংবাদিক। জঙ্গীপুর এবং কলকাতায় যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, একেবারে সামনা-সামনি বসে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল সেই রকম কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে অনেক কথা শুনেছিলাম। অনেকে বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক পুরুষ। অর্থিক স্বাচ্ছল্য না থাকলেও তিনি কোনদিন পয়সাওআলার কাছে মাথা নত করেননি।

সব সময় সদানন্দ ভাবে 'ডোন্ট কেয়ার' মন নিয়ে চলতেন। পশ্চিমবঙ্গের ছোট্ট এক মফঃস্বল শহরের মানুষ কি এক জাদুর ক্ষমতায় সেদিন অসংখ্য জনের মনকে আলোড়িত করেছিল। তাঁর গভীর দৃষ্টিতে ছিল প্রখর বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি।

এক একটি দিনকে বাঙ্গালী স্মরণ করে। তেরই বৈশাখ একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনে দাদঠাকুর বাংলার মাটিতে ভূমিষ্ঠ হন। বোধ হয় সেদিন তাঁর মুখে ছিল হাসি। সারাজীবন তিনি হেসেছেন। অন্যকে হাসিয়েছেন। হাসতে হাসতে ছড়া গান-কবিতায়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত করেছিলেন দুরাত্মা, দুর্নীতি পরায়নদের।

দাদাঠাকুর ব্যক্তিগত জীবনে হেসেছিলেন দুঃখে, বেদনার মধ্যে, বিপদে, শোকে, আরও অনেক বিপাকে--বিড়ম্বনার মধ্যেও।

ওই একই দিন অর্থাৎ ১৩ই বৈশাখ দাদাঠাকুর হাসতে হাসতে চলে যান। কিন্তু বাঙালী সমাজে পড়েছিল কান্নাকাটি। তাঁর তিরোধানের সংবাদ শুনে বাঙালী ঘরে ঘরে করেছিল বিলাপ।

দাদাঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোভাব-এর তারিখ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলো। তিনি যে বছর জন্মগ্রহণ করেন, তা নিয়েও রসজ্ঞ দাদাঠাকুর হাস্য পরিহাস করতেন। এ-কথা জানিয়েছিলেন দাদাঠাকুরের স্নেহধন্য নলিনীকান্ত সরকার।

কলকাতায় সেক্সপিয়ার সরণীতে একটি সভায় নলিনীকান্ত সরকারকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। সেই সভায় এই লেখকেরও সৌভাগ্য হয়েছিল যাবার। সেদিন নলিনীকান্ত সরকার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলেন, গায়ক ও লেখক রূপে আজ আমার যে সমাদরের ব্যবস্থা হয়েছে, তার জন্য আমি উল্লেখ করতে চাই দাদাঠাকুরের নাম। দাদাঠাকুরের গান এবং তাঁর জীবনকথা লিখে আমার এই সমাদর। মনে হয় সব কিছু দাদাঠাকুরের প্রাপ্য, আমার নয়। তবু আপনাদের ভালোবাসা মাথায় করে গ্রহণ করছি।

সেদিন তিনি উল্লেখ করেন, দাদাঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন--১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এই নিয়েও তিনি তামাশা করে বলতেন, 'আমি যে সালে জন্মেছি, ভদ্রলোকেরাই সেই সালে জন্মায়। জন্মেছিলাম ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। বাদিক থেকে ডাইনে গূণে দ্যাখো--১৮৮১। আবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে গোণো--দেখবে ঐ ১৮৮১। ভদ্রলোকের এক কথা।

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে দাদাঠাকুরের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। নলিনীকান্ত সরকার--দাদাঠাকুর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'..তিনি একাই একশো। তিনি লেখক, তিনি কম্পোজিটর, তিনি মুদ্রাকর, তিনি প্রকাশক, আবার তিনিই কাগজখানির হকার। রঘুনাথগঞ্জে তাঁর পণ্ডিত প্রেসে ছেপে তিনি কাগজখানি কলকাতায় এনে রাস্তায় ফেরী করে বিক্রি করতেন। অদ্ভূত মানুষ, অদ্ভূত সৃষ্টিছাড়া তাঁর ক্রিয়াকলাপ। কাগজখানির আগাগোড়া কবিতা। সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ সংবাদ থাকতো কবিতায়-ছড়ায়। এ ছাড়া রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা কাগজখানিকে বিশেষ উপভোগ করে তুলেছিল।

বলতে ভুলেছি কাগজখানি আবার সচিত্র। প্রতি সংখ্যাতেই দু'একখানি চিত্র বিদূষকের শোভাবর্ধন করতো। কলকাতায় বিদূষকের আস্তানা ছিল ১৯৫, মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট। আট পৃষ্ঠা কাগজ ছাপা হতো। দাদাঠাকুর কবিতায় সংবাদও পরিবেশন করতেন। বিভিন্ন সংবাদে বিদেশী শাসনের প্রতি কটাক্ষ ও শ্লেষ করে লিখতেন--ভাইরে ! শোন্ খবর চমৎকার, চৌরিচৌরার মকদ্দমার হয়েছে বিচার। দু'শ আটাশ জনের মধ্যে ৬জন গেছে মারা, মামলার সময় তারা ভেঙ্গে দেহ কারা।

দু'জনের দু'বছর জেল সাতচল্লিশ খালাস, ফাঁসি কাঠে ঝুলবে একশো বাহাত্তরের লাস।

খবর শুনে ঠিক পেলাম না--কাঁদি কিম্বা
হাসি,
এক মামলাতে শুনিনি ভাই এত লোকের
ফাঁসি।
আইন যা, তা' আইন, এতে নাইকো কারু
হাত,
চোখের বদলে চোখ নিবে আর দাঁতের বদল
দাঁত।
একটা মৃতদেহ ফেলা ভারী কঠিন কথা,
এতগুলো মরা ফেল্‌তে মানুষ পাবে
কোথা ?'

২. ধূমকেতু'র দ্বিতীয় চালক
শ্রীঅমরেশ কাঞ্জিলাল
রাজদ্রোহ অপরাধে
হাজত ভু'গে মাসেককাল।
সম্প্রতি হ'য়েছে তাহার
অপরাধের রায় প্রকাশ,
আঠার মাসের জন্য
সপরিশ্রম কারাবাস।'

৩. সরস্বতী নামে এক মাসিক পত্রিকা,
এতে বুঝি নাই বেশি টিপুনি কি টিকা।
মহাত্মা কাগজ যদি পড়িবারে চান,
জেলখানাতে শুধু তিনি এই খানা পান।
মুখরোচক সমালোচক বলে যারা মন্দ,
রাজবন্দী গান্ধীজীর তাহা পড়া বন্ধ।'

(শেষ পাতায়)

তিনি সেই নজরুল.....

(২ পাতার পর)

মহীয়ান।' তিনি বিশ্বাস করতেন 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির বা কাবা নাই।' তার ধারণায় মানুষই দেবতা, তাই তিনি তাদেরই গান গেয়ে থাকেন। মানুষের সমন্বয় এবং সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করেন তিনি। তাঁকে বলতে শুনি-'সকল কালের, সকল দেশের সকল মানুষ আসি/এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনে এক মিলনের বাঁশী।' তাঁর কিছু কবিতার একদিকে ছিল তাঁর মাতৃমুক্তিপণ আর অন্যদিকে ছিল তাঁর স্বদেশবাসীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং সৌভাত্রবোধের পরিচয় যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিপন্ন মানুষের জন্য ছিল তাঁর আর্তি। তাই তাঁকে সখেদে বলতে শোনা গেছে :অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ/কাণ্ডারী। আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।/'হিন্দু, না ওরা মুসলিম ?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?/ কাণ্ডারী ! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !' তাঁর কবিতায় ধ্বনিত সাম্যের গান, মুক্তির গান, মানবতার গান। 'প্রলয়োল্লাস,' কবিতায় শুনতে পাই তাঁর নতুনকে বরণের নান্দীপাঠ। দেশবাসীকে বল্লেন

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়।

তিনি বিশ্বাস করতেন, জগৎজোড়া বিপ্লবের মধ্য দিয়েই ঘটবে নতুনের আবির্ভাব। বিপ্লব সেই চেতনা। 'স্মৃতিকথায়' মুজাফ্‌ফর আহমেদের ভাষ্যে 'সিন্ধুপারের আগলভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব। আর প্রলয় মানে 'বিপ্লব'। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই আসছে নজরুলের নতুন অর্থাৎ আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লবও আবার 'সামাজিক বিপ্লব'। তিনি তাঁর কাব্যে সেদিন উড়ালেন সেই নতুনের বিজয় কেতন। তাঁর আন্তর্জাতিকতা বোধ জাতীয়তাবোধের উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে। রাজনীতির মতই কাব্যদর্শের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক।

গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জলে দূষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : এমনিতে গোটা গঙ্গার জলের দূষণ নিয়ে দেশব্যাপী আলোড়ন চলছে, তার মধ্যে সদরঘাটের বামদিকে মজে হেঁজে যাওয়া নালার মত পশ্চিম তিরের বেশ-কিছুটা মাটি কেটে দেয় কয়েকজন নৌকার মাঝি। তাদের নৌকা যাতে জলে ভেসে না যায় বা চুরি না হয় তার জন্য তারা ঐ কাজ করেছে বলে এলাকার মানুষ জানান।এর ফলে যত বর্জ পদার্থ, পচাগলা আবর্জনা এবং শতাধিক ড্রেনের দূষিত জল ভেসে আসছে পশ্চিম তির বরাবর। আর এই জলেই বাধ্য হয়ে স্নান-পুজো, রান্নার জল তোলা সেড়ে চলেছেন নেতাদের সাধের ভোটার-আমজনতা। পুরসভা এ ব্যাপারে এখনও উদাসিন।

দাদাঠাকুরের বিদুষক .....(১ পাতার পর)

৪. 'এক লাখ একত্রিশ হাজার লাগে বডিগাড'
পুষে।
এ নবাবী ভাল নয় কাঙ্গালের রক্ত শুষে।।'
৫. 'কাজি নজরুল ইসলাম আরও কয়েকটি
প্রাণী--
হুগলীর জেলখানাতে ছেড়েছে দানাপানী।
কত্তাদের ব্যবহারে অন্ন ছেড়েছে তারা--
মতলবটা বেরিয়ে যাওয়া ভেঙ্গে এই দেহ
কারা
মাসাধিক কেটে গেল আজও মরেনি কেহ,
ওজনে নজরুলের বার সের কমলো দেহ।
নিজে যে ছাড়লো দানা কে তারে ভাত
ধরাবে ?
মুখেতে দেয়ও যদি বল কে কোৎ করাবে ?
যদি কও না খাইলে এরা যে প্রাণ হারাবে,
কয়েদী মরে য়দি দেশের এক আপদ যাবে।
ধৃষ্টতা দেখ দেখি সম্পাদক মৃণাল বসুর,
কয়েদীর সঙ্গে দেখা ! এটা কি নয়কো
কসুর ?
বসুজার আবেদনে গবর্ণমেণ্ট হয়নি রাজি,
সরকারের কি আসে যায় না খেয়ে মরলে
কাজি ?'

লেখাটি শেষ করার সময় শুধু এই কথাই উল্লেখ করতে চাই দাদাঠাকুরের সম্পাদিত 'বিদুষক' পত্রিকা ছিল ক্ষুদ্র সংবাদপত্র। কিন্তু তুচ্ছ, নগন্য উপেক্ষা করার মতো সংবাদপত্র ছিল না। বিদুষকের পাঠক ছিলেন : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, বসু, শরৎচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, হাইকোর্টের বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জী, লালগোলা মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও প্রমুখ সেদিনের অনেক খ্যাতনামা পুরুষ। তা'ছাড়া পথের বহু সাধারণ মানুষ ছিল বিদুষকের প্রিয় পাঠক। এই কারণে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'বিদুষক' একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র রূপে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

বিশেষ কারণে ১০ জুনের জঙ্গিপুর সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য আমরা দুঃখিত। --প্রকাশক, জঙ্গিপুর সংবাদ

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপনগরী মণিগ্রামে রাজ্য ওয়ার্কস্‌মেনস্‌ ইউনিয়নের উদ্যোগে ২৭ মে এক রক্তদান শিবিরে ৬৯ জন রক্ত দেন। উদ্বোধক ছিলেন সি.আই.টি.ইউ এর জেলা সভাপতি আবুল হাসনাৎ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার স্বপন ব্যানার্জ। ওয়ার্কস্‌মেনস্‌ ইউনিয়নের বিভাগীয় সম্পাদক প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী, সিপিএমের জেলা সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, জঙ্গিপুরের পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

মনোরম গঙ্গার ধারে .....(১ পাতার পর)

প্রকাশ্যে প্রেম বিনিময় চলছে। কোন ধরনের সংকোচ নেই। থানার নির্দেশে সেখানে ওয়ার্ডেন মোতায়েত থাকলেও তারা কিছু বলে না বরং এসব ঘটনা উপভোগ করে। বর্তমানে সদরঘাট দিয়ে গঙ্গার তীরে মোটরসাইকেল যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরা থানাপাড়ার কাপড় পট্টির গলি দিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে গঙ্গা ধারে নেমে যাচ্ছে। থানার ঢিল ছোড়া দূরে এই ধরনের অসভ্যতা প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে গেলেও পুলিশের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই কেন ?

পানীয় জল অপচয় চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভা সম্প্রতি পানীয়জল অপচয়ের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করতে মাইকে আবেদন জানিয়েছে। জলের ট্যাপ খুলে না রাখা, অপ্রয়োজনীয় পানীয়জলের অপচয় না করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি পাড়ায় জল সরবরাহ যে ঠিক মত হয়না, সে ব্যাপারে কোনো ঘোষণা হয়নি। বাজারপাড়ার নিচের এলাকায়, ফাঁসিতলায়, ম্যাকেঞ্জিপার্কের আশেপাশে, বালিঘাটার অনেক পাড়ায় জল দেওয়া হয়না প্রায় দু' মাস থেকে। কোথাও জলের গতি নেই বললেই চলে। অথচ প্রায় প্রতি পাড়ায় খোলা ট্যাপ দিয়ে জল পড়েই যাচ্ছে। কেউ দেখার নেই। হাজার গ্যালন জল ড্রেনে জমছে, তরিতরকারি চাষেও এই জল কাজে লাগাচ্ছে বলে খবর। জনতার চেতনা যেখানে কাজ করেনা সেখানে আইন দিয়ে বাধ্য করানো ছাড়া উপায় কি ?

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্টিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।